যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৩ (পৃঃ ১৬, ১৫)

কৃষি উন্নয়নে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ

■ আলতাব হোসেন

কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। মহামারি করোনাকালে ধান উৎপাদনে একধাপ এগিয়ে এখন বিশ্বে তৃতীয়। এছাড়াও পাট রপ্তানিতে বিশ্বে আবারও প্রথম বাংলাদেশ। ইলিশ মাছ উৎপাদনে প্রথম, সবজিতে তৃতীয়, মিঠাপানির মাছে তৃতীয়, আম উৎপাদনে বিশ্বে নবম, আলু উৎপাদনে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ। আর ছাগলের দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম।

এদিকে প্রথম বারের মতো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদস্য হিসেবে কৃষি উন্নয়নে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালের জুন মাসে এ পদে নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ বাংলাদেশের কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ফসল বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করছে। বিশ্বে বড় বড় কৃষি বিজ্ঞানীরা এখন বাংলাদেশে আসছেন টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির জ্ঞান অর্জন করতে। দেশের খরা ও বন্যা সুহিষ্ণু ধানের জাত প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভালো ফলন দিচ্ছে। অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নীতি ও নির্বাহী পর্যায়ে এফএও-এর কার্যক্রম, বাজেট বাস্তবায়ন, ফসলের উৎপাদন ভিত্তিক ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ এর প্রশাসনিক দিকগুলো তদারকিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ।

বিশ্বে কৃষিতে সেরা ১০ খাতে শীর্ষে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) স্বীকৃতি দিয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য বিশাল এক অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্টজনরা। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা, চালসহ কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাছ-মাংস রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একের পর এক স্বীকৃতি পাচ্ছে বাংলাদেশ।

কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ১০ গুণ। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে ● পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

কৃষি উন্নয়নে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেশে বছরে গড়ে তিনটি ফসল হচ্ছে। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের কৃষি বিষয়ক পরামর্শক ডক্টর নজরুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর প্রতি হেক্টর জমিতে দুই টন ধান উৎপাদিত হতো। এখন হেক্টর প্রতি উৎপাদন হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় টনেরও বেশি। হিসাব করলে তা ছয় টন আর এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উন্নতজাতের ব্যবহার ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ফলে দেশে ১৯৭১ সালের তুলনায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩শ' শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে দেশে আমন থেকে উৎপাদন হয় দেড় লাখ টন, আউশ হয় ৭০ হাজার টন, বোরো থেকে আসে দুই কোটি ১০ লাখ টন, গম উৎপাদন হয় ১২ লাখ টনের বেশি। এ ছাড়া ভুট্টা উৎপাদন হয় ৫০ লাখ টনের বেশি। দেশে বছরে সাড়ে চার কোটি টন বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে। এরমধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে শীর্ষে বাংলাদেশ। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্ব উদাহরণ। দেশের খোরপোশ কৃষি এখন বাণিজ্যিক কৃষিতে উন্নীত হয়েছে। জিডিপিতে এখন কৃষির অবদান ৪ শতাংশ। কৃষিতে দেশের ৪০ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং অব্যবহিত পরে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হতো। অথচ এখন দেশের লোকসংখ্যা প্রায় বিশ কোটি, পাশাপাশি প্রতিদিন আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে ২০ শতাংশ করে। বাংলাদেশের খাদ্য সংকটকে ইঙ্গিত করে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। বাংলাদেশ এখন আর খাদ্য সংকটের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন চাল-সবজিসহ খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশসহ ১৪৪টি দেশে বাংলাদেশি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে ১০৩ কোটি ডলার আয় এসেছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশের বেশি। ২০২১-২২ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৮৯ কোটি ডলার।

এ বিষয়ে সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক যায়যায়দিনকে বলেন, কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষকরা এখানেই থেমে যাননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের জন্য উদাহরণ। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রচার করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের যেসব দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে, তারমধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। ১৯৭২ সাল থেকে দেশি জাতকে উন্নত করে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত উদ্ভাবনের পথে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ১১৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা ১০২টি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা সংস্থা-বিনার বিজ্ঞানীরা লবণসহিষ্ণু খরাসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা।

কৃষিবিদ শহিদুল ইসলাম বলেন, এক সময় 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কথাটি বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বাস্তব। মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বে মোট আম উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায়। ফলটির উৎপাদনে শীর্ষ দশে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। প্রায় সাড়ে নয় লাখ টন আম উৎপাদনের মাধ্যমে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (এফএও) সর্বশেষ মূল্যায়নে বলা হয়েছে। আলু উৎপাদন সাফল্যের এক বিস্ময়। এক দশক আগেও উৎপাদন ছিল অর্ধলাখ টনের নিচে। বর্তমানে দেশে দেড় কোটি টন আলু উৎপাদন হচ্ছে। আলু বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ১১৭টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা ১০২টি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন তারা। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা সংস্থা বিনার বিজ্ঞানীরা লবণসহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন- যা বিশ্ব সেরা। বিশ্বে প্রথম জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবন করেছেন বাংলার বিজ্ঞানীরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০১, ০২)

বাংলাদেশ খাদ্য নিয়ে নিরাপদে আছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আটা ও চালের বাজারে অস্বস্তি থাকলেও খাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদে আছে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। শুক্রবার বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পাঠানো 'ফুড সিকিউরিটি আপডেট' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আমদানি নয়, নানা কারণে বিশ্বব্যাপী চড়া ছিল অভ্যন্তরীণ খাদ্যপণ্যের দাম। বাংলাদেশের বাজারে আটা ও মোটা চালের বাজারেও অস্বস্তি ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

গমের আটার দাম কমতে শুরু করেছে, কিন্তু আমদানিতে যথেষ্ট মন্দা। মোটা চালের *(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)*

বাংলাদেশ খাদ্যে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দামে অস্থিরতা রয়ে গেছে, তবে বোরো মৌসুমে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে।

খাদ্যমূল্য নিয়ে বৈশ্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বিষয়ক বিশ্বব্যাংক এই প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে গমের আটার দাম কমতে শুরু করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি এবং উচ্চ পরিবহন খরচের কারণে প্রতি বছর গমের দাম ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বেশি রাখা হয়।

খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচির মাধ্যমে শস্যভাণ্ডার পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ খাদ্য মূল্যস্ফীতি বিশ্বজুড়ে উচ্চ রয়ে গেছে। অক্টোবর ২০২২ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে সর্বশেষ মাসে খাদ্যের তথ্যে দেখা গেছে, প্রায় সব নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা গেছে। ৯৪ শতাংশ নিম্ন- আয়ের দেশের মূল্যস্ফীতি দেখা গেছে। ৮৬ শতাংশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের ৮৭ ভাগ দেশে মূল্যস্ফীতি দুই অংকের ঘরে। উচ্চ আয়ের প্রায় ৮৭ ভাগ দেশে উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তান খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, যেখানে ৪০ লাখ শিশুসহ মানুষ চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রায় ৫৩ শতাংশ আফগান তাদের খাদ্য চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। জলবায়ু সংকট খাদ্য সংকটকে আরও তীব্র করেছে। ৩৪টির মধ্যে ৩০টি প্রদেশে সুপেয় পানি সংকট দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু কারণে শিশুস্বাস্থ্যে ঝুঁকি দেখা গেছে।

দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে দেশীয় শস্য এবং গমের আটার দাম চলতি বছরে অস্থির ছিল। পাকিস্তানে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে গম আটার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল এবং ২০ থেকে এক লাফে ১৪০ শতাংশ দাম উঠেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৮ সাল থেকে সাধারণত কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্থবিরতা এবং স্টক লোকসানের কারণে উচ্চমূল্য হচ্ছে বলে জানায়। ২০২২ সালের বন্যা, কৃষি উপকরণের বাড়তি দাম এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধিকেও উচ্চমূল্যের জন্য দায়ী করা হয় প্রতিবেদনে। শ্রীলঙ্কায় চাল ও গমের আটার দাম বেশি। নেপালেও খাদ্য সংকট দেখা গেছে।

প্রথম আলো

তারিখঃ ১৮-০৩-২০২৩ (পৃঃ ১৬)

সরকার চাল কেনে ৪২ টাকায়, ভোক্তা ৫২

খাদ্যের বাজার

বিশ্ববাজারে চাল ও গমের দাম কমছে। আমন ও বোরোর ফলন ভালো। গুদামে মজুত পর্যাপ্ত। তারপরও দাম বেশি।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

সরকার গত আমন মৌসুমে ৪২ টাকা কেজি দরে পাঁচ লাখ টন চাল কেনার ঘোষণা দিয়েছিল। খাদ্য অধিদপ্তর সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাল সংগ্রহ করেছে। চালকলমালিকেরা এ দামেই সেই চাল সরবরাহ করেছেন। অথচ বাজারে এই মোটা চালই বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫২ টাকা কেজি দরে। সরকারকে কম দামে দিলেও চালকলমালিক ও ব্যবসায়ীরা বাজারে বেশি দামে এ চাল বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, আমনের পর এবার বোরোর ফলনও ভালো হয়েছে। এবার আমন ১ কোটি ৭০ লাখ, বোরো ২ কোটি ১৫ লাখ টন ও আউশ ৩০ লাখ টন উৎপাদিত হয়েছে। অন্যদিকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এবার প্রায় পাঁচ লাখ টন বেশি বোরো উৎপাদিত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের বাজারে চালের সংকট থাকার কথা নয়।

বৈশ্বিক চালের বাজারের অবস্থাও একই। চলতি মাসের শুরু থেকে বিশ্বের প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ ভারত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামে চালের দাম কমেছে। আর রাশিয়া ও ইউক্রেনে চালের চেয়েও বেশি কমেছে গমের দাম।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা—এফএওর চলতি মার্চের বৈশ্বিক খাদ্যপণ্যের মূল্যবিষয়ক প্রতিবেদনও দুই মাস ধরে চাল-গমের দাম কমার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশে দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই; বরং গত এক মাসে আটার দাম সাড়ে ৩ শতাংশ বেড়েছে। আর মোটা চালের কমছেই না।

খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে চলতি মাসে প্রকাশিত খাদ্য পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোতে চাল ও গমের দাম কমার কথা বলা হয়েছে। সরকারি আরেক সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ—টিসিবির তথ্য বলছে, দেশে চালের দাম কমছে না। গমের দাম বাড়ছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সাবেক গবেষণা পরিচালক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, চালের দাম বেশি থাকার প্রভাব খোলাবাজারে চাল—ওএমএসের ট্রাকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ভোর থেকে সেখানে শত শত মানুষ কম দামে চাল কিনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। এর অর্থ বাজার থেকে চাল কেনার সামর্থ্য নেই এসব গরিব মানুষের।

- এবার আমন ১ কোটি ৭০ লাখ ও বোরো ২ কোটি ১৫ লাখ টন উৎপাদিত হয়েছে।
- সরকারি গুদামে চাল-গম মজুত ১৯ লাখ টনের বেশি।
- বিশ্ববাজারে গত এক মাসে চাল টনপ্রতি ১০ ডলার, গম ২৫ ডলার কমেছে।

গরিবের ৩৯ শতাংশ ব্যয়ের ধাক্কা

গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্টার্ট ফান্ডের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশের দরিদ্র অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক আয়ের ৩৯ শতাংশ খাবার কেনায় ব্যয় হয়। আর ওই খাবারের অর্ধেকের বেশি ব্যয় হয় চাল কিনতে। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় এসব দরিদ্র মানুষ পুষ্টিকর খাবার কেনা কমিয়ে দেয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি—ডব্লিউএফপির খাদ্য পরিস্থিতিবিষয়ক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া কমিয়ে দেওয়ার চিত্র উঠে এসেছে।

এফএওর আরেক প্রতিবেদনে গত ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে চাল ও গমের দামের ওঠানামা একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। তাতে দেখা যায়, ২০২২ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে চাল ও আটার দাম সামান্য কমেছে। প্রতিবেদনে চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের বাজারে চালের দাম কমতির দিকে দেখানো হয়েছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট—বিআরআরআইয়ের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সরকার প্রতি কেজি ৪২ টাকা দরে চাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেছে। ওই চাল তো দেশের চালকলমালিকেরাই দিয়েছেন। বাজারেও তাঁরাই চাল সরবরাহ করেন। তাহলে কেন বাজারে মোটা চালের কেজি ৪৮ থেকে ৫২ টাকা? আমাদের গবেষণায় দেখেছি, চালকলমালিকেরাই মাত্রারিক্ত দাম বাড়িয়ে মুনাফা করছেন।'

দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন বলছে, বিশ্ববাজারে গত এক সপ্তাহে চালের দাম কমেছে। মাস ও সপ্তাহ অনুযায়ী ভারত, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে চালের দামের তুলনামূলক একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, এসব দেশে প্রতি টন চালের রপ্তানিমূল্য এক মাসে ৫ থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত কমেছে। অন্যদিকে গমের দাম টনে কমেছে ২৫ ডলার।

দেশে উৎপাদন ভালো, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম পড়তির দিকে—তারপরও দেশে চালের দাম বাড়ছে কেন, এমন প্রশ্নে দেশের চাল ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন বাংলাদেশ অটো, হাসকিং, মিল ও মেজর চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, 'আমরা পাইকারিতে মোটা চাল ৪২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। ওই চাল কীভাবে বাজারে ৫০-৫২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কারা বেশি দামে বিক্রি করছে, বেশি মুনাফা করছে, তা সরকার খুঁজে বের করুক।

আবদুর রশিদ মন্তব্য করেন, সরকার বিদেশ থেকে ৪৭ টাকা কেজি দরে চাল কেনায় দেশের খুচরা বাজারে প্রভাব পড়তে পারে।

মজুত ভালো

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, আমন মৌসুমে সরকার পাঁচ লাখ টন চাল ও তিন লাখ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ টন চাল সংগ্রহ হয়ে গেছে। সরকারি গুদামে এখন চাল ও গমের মজুত ১৯ লাখ টনের বেশি।

এ ব্যাপারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের গুদামে যথেষ্ট পরিমাণে চাল আছে। আপাতত আমরা নতুন করে আর সরকারি খাতে চাল আমদানি করছি না। দেশেও চালের উৎপাদন ভালো। আমাদের সংগ্রহ ভালো হচ্ছে। তারপরও কেন চালের দাম বাড়ছে, তা খতিয়ে দেখে কারসাজির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেশের ভোক্তা অধিকারবিষয়ক সংগঠন কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ—ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এক দল ব্যবসায়ী বছরের পর বছর কৃষকের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে ভোক্তাদের কাছে অনেক বেশি দামে চাল বিক্রি করছেন। সরকারি সংস্থাগুলোর তদন্তে তা বেরিয়েও এসেছে। কিন্তু সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এটা দেশের দরিদ্র মানুষের প্রতি চরম অন্যায়।